দৈনিক ইনকিলাব

31 MAR 2008

অধ্যাদেশ জারি করে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাকরি বদলীযোগ্য করা প্রয়োজন

নাগরিকের মৌলিক অধিকারগুলোর মধ্যে শিক্ষা অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ। জাতির সর্বোচ্চ কল্যাণ ও সমৃদ্ধি সুশিক্ষার উপর নির্ভরশীল। গণতন্ত্রকে ফলপ্রসূ করতে শিক্ষার বিকল্প নেই। 'কোয়ালিটি এডুকেশন' বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় খুবই জরুরী। কোয়ালিটি এডুকেশনের জন্য চাই দক্ষ শিক্ষক, যুগোপযোগী শিক্ষানীতিসহ উন্নত দেশসমূহের আদলে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই বেসরকারী হওয়ায় এগুলো স্থানীয় প্রভাব ও সরকারী নিয়ন্ত্রণ এই দ্বৈত প্রক্রিয়ায় পরিচালিত। এক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধানসমূহও যথেষ্ট পুরনো এবং যুগোপযোগী নয়। তার উপর কেন্দ্রীয়পর্যায় হতে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সরকারী দপ্তরগুলো পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় পরিপূর্ণ। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও যোগ্য শিক্ষকের খুবই অভাব এ বেসরকারী পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই। শিক্ষকগণ জীবন যাপনের জন্য ন্যূনতম বেতন প্রাপ্ত না হয়ে বিকল্প হিসেবে টিউশনির পথ বেছে নিচ্ছেন। শিক্ষার্থীরাও শ্রেণী কক্ষের চেয়ে প্রাইভেট পড়া বা কোচিং সেন্টারমুখী হচ্ছে। শিক্ষাক্ষেত্রে এ লক্ষণ আদৌ শুভ নয়। ১৯৬১ সালের ইপি অর্ডিনেন্স এবং ১৯৭৩ সালের রেগুলেশন এবং তৎপরবর্তীতে বোর্ড অব ইন্টারমিডিয়েট এন্ড সেকেন্ডারি এডুকেশন এর ১৯৭৭ সালের রেগুলেশনটি বাংলাদেশ গেজেটে ১৪ এপ্রিল/১৯৭৭ প্রকাশিত হয়। তাতে ম্যানেজিং কমিটি গঠন, ক্ষমতা ও কার্যাবলীসহ বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিচালনায় বিভিন্ন বিধি বিধান সংযোজিত আছে। বর্তমানে উক্ত বিধি বিধান যুগোপযোগী নয়। সময়ের চাহিদায় তার সংশোধন, পরিবর্তন, পরমার্জন একান্তই প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যেহেতু বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ মাদ্রাসা) সরকারী কোষাগার হতে শতভাগ বেতন প্রদান করা হয়। সেহেতু তার পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় দায়-দায়িত্বও সরকারকে শতভাগ নেয়া আবশ্যক। উপরোক্ত ১৯৭৭ সালের রেগুলেশনটির দ্বারা ম্যানেজিং কমিটিকে এমন ক্ষমতা দেয়া আছে যাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্তের মত চূড়ান্ত কাজ এই কমিটি করতে পারে। এক্ষেত্রে দেখা গেছে, ক্ষমতাধর ঐ কমিটি ক্ষেত্র বিশেষে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর বা স্থানীয় শিক্ষা বিভাগীয় দপ্তরের তোয়াক্কাও করে না। ফলে বিভিন্ন বিষয়ে সরকারের পক্ষের সাথে ম্যানেজিং কমিটির মামলা মোকদ্দামার অন্ত নেই। অতিসম্প্রতি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় শিক্ষা অধিদপ্তর ঐ ধরনের মামলার ভারে ভারাক্রান্ত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে একজন প্রথম শ্রেণীর মর্যাদার শিক্ষককেও নাম স্বাক্ষরে অক্ষম প্রায় একজন সভাপতির অধিনস্ত থাকতে হচ্ছে। তার স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অজ্ঞতাকে নীরবে সহ্য করতে হচ্ছে। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকবৃন্দ। তাই এ অবস্থার নিরসন একান্তই অপরিহার্য। আর এজন্য প্রথমেই বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা (নিয়োগ বদলী) অধ্যাদেশ-২০০৮ প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া দেশের ৮০% বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, শিক্ষকবৃন্দের জবাবদিহিতা নিশ্চিতসহ এক্ষেত্রে প্রশাসনিক উর্ধ্বতন দপ্তরসমূহের যাবতীয় আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। বর্তমান সরকার বেসরকারী (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা) প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের চাকরি বদলীযোগ্য করার সুচিন্তিত চিন্তা-ভাবনা করছে, এই মর্মে দৈনিক সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। উদ্যোগটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়, তবে এক্ষেত্রে কতিপয় বিষয়ের ব্যাপারে সরকারকে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ পর্যায়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের সরকারী স্কেলের ন্যায় যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা যেমন- ইনক্রিমেন্ট, বাড়ীভাড়া, চিকিৎসা ভাতা, উৎসব ভাতা ইত্যাদির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। দেশের সকল বেসরকারী (স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন আঙ্গিকে গ্রেডিং করে 'এ'-'বি'-'সি' এই তিন ক্যাটাগরি করে বদলীর ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করতে হবে। অর্থাৎ বদলীর ক্ষেত্রে একটি সুচিন্তিত গ্রহণযোগ্য নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। দেশব্যাপী বেসরকারী ছাত্রদের টিউশন ফি ও অন্যান্য ফি আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারীভাবে একই হার নির্ধারিত করে দিতে হবে। বেসরকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের বদলীর ব্যবস্থা চালুর পাশাপাশি প্রজাতন্ত্রের শতভাগ সুযোগ-সুবিধা ভোগকারী বিভিন্ন পেশাজীবীসহ সরকারী স্কুল-কলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের কঠোরভাবে অন্তত ৩ বছর অন্তর অন্তর জেলা বদলীর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।

সরকার সহানুভূতিশীল দৃষ্টি দিয়ে কার্যকরী ব্যবস্থা নিলে শিক্ষাক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী উৎকর্ষতা অর্জন সম্ভব হবে। এ মহান কাজটি সুসম্পন্ন করা বর্তমান নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের পক্ষেই সম্ভব। দেশের শিক্ষা ধারার ৮০% বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের পুঞ্জিভূত জটিলতা, নৈরাজ্যকর অবস্থা থেকে উদ্ধার করে বর্তমান সরকার এক স্বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করবে, সংশ্লিষ্ট সকলে এটাই প্রত্যাশা করে।

-মোঃ রফিকুল ইসলাম
প্রধান শিক্ষক
নূরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়
দঃ আলেকান্দা, বরিশাল।